দৈনিক ইনকিলাব

070

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ রোববার, ১৮ আষাঢ়, ১৩৯৬

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পিত আগ্রাসন

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি পরিকল্পিত আগ্রাসন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিককালে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার বইয়ের বাজার ভারতীয় পাঠ্যপুস্তকে সয়লাব হয়ে গেছে। বিশেষ করে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত শিশু পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্বিবাদে দেদার বিক্রি হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই ভারতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এসব শিশু পাঠ্যবইয়ে ভারতের সামাজিক আবহ এবং ধর্মীয় ও পৌরাণিক কেচ্ছা-কাহিনী সন্নিবেশিত রয়েছে। এসব বইয়ে এমন সব তত্ত্ব-তথ্য ও বর্ণনা আছে যা বাংলাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। কোমলমতি শিশুদের মনে বিজাতীয় ধর্ম, পৌরাণিক বিশ্বাস ও সংস্কৃতি চেতনার এই ছাপ যে কি রকম দুরপণেয় হয়ে উঠতে পারে তা সহজেই বুঝা যায়। কাজেই, ভারতীয় শিশু পাঠ্যবইয়ের এই নির্বিবাদ আমদানী ও অবাধ বিক্রয় সত্যিকার অর্থে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলারই সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের মগজে বিজাতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ছাপ এঁকে দিতে পারলে আপনাআপনি জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা এবং কালক্রমে অবজ্ঞা থেকে বিরোধিতার সৃষ্টি সহজতর হয়ে উঠবে। তখন নিজেই নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মত্ত হবে। আর এ রকম পরিসিথতি নির্বিবাদে জাতীয় স্বাধীনতা-সর্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। কাজেই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বইয়ের বাজারে ভারতীয় শিশু পাঠ্যবই বিক্রির বিষয়টি সম্পর্কে কোনো বিবেচনাতেই উদাসীনতা অবলম্বন করা যায় না। তারপর যদি তা করা হয় তাহলে, তা হবে এ জাতির ভবিষ্যতের জন্য একটি আত্মঘাতী উদাসীনতা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের কোন কোন স্কুলে ভারতীয় শিশু পাঠ্যবই পড়ানোর এ বিষয়টি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আ, স, ম, আবদুর রব দিন কয় আগে সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। তারপর জাতীয় সংসদে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে কি-না; হলে কিভাবে হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি-না— তা জানা যায়নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গত ৩ জুন ঢাকায় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির এক বিশেষ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমিতির মহাসচিব তার বক্তব্যে বলেছেন, "....বিদেশ থেকে অ, আ, ক, খ, A, B, C, D, ধারাপাত ও বাল্যশিক্ষার মতো বই আমদানী হচ্ছে....।" অর্থাৎ বাংলাদেশে ভারতীয় শিশু পাঠ্যবই আমদানী ও বিক্রয়ের চক্রান্তমূলক এ তৎপরতা আজ আর গোপন কোনো বিষয় নয়। আজ অনেক স্কুলেই কোমলমতি শিশুরা পড়ছে, 'তিন নেত্র', 'চতুর্বেদ', 'শিবের গাজন', 'ঠাকমা', 'গয়াকাশী' ইত্যাদি এবং শিখছে 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী'। আমাদের ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার ঘোরতর পরিপন্থী এই পাঠ কোমলমতি শিশুদের মন-মগজে কি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং ভবিষ্যতে তা জাতীয়তাবাদ বিরোধী কি অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে— তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সেই বিভাগসমূহের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের শিশুদের মগজ ধোলাইয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত এই সুদূরপ্রসারী চক্রান্তমূলক তৎপরতা সম্পর্কে এ যাবত কোনো জরুরী ও কঠোর প্রতিরোধমূলক তৎপরতা গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়নি। একে আমরা কি বলব, দুঃখজনক, গ্লানিকর, না-কি আত্মঘাতী নীরবতা? এ প্রসঙ্গে সবাই স্বীকার করবেন যে, বিদেশী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাদি পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু, যেসব শিশু পাঠ্যগ্রন্থ কচি শিশুদের মন-মগজে বিজাতীয় ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে প্রোথিত করে সেসব গ্রন্থের আমদানী বিক্রয় ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা সর্বোতভাবেই অবাঞ্ছিত। আর এ কারণেই এ ধরনের বই আমদানী, বিক্রয় ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার তৎপরতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা অপরিহার্য। ভবিষ্যতের নিশ্চিত নিরাপদ জাতীয় অস্তিত্বের বৃহত্তর স্বার্থেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আমরা সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কর্মকর্তাদের বলব, আর বিলম্ব না করে এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন এবং দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালিত এ পরিকল্পিত আগ্রাসন সর্বোচ্চ কঠোরতার সাথে প্রতিহত করুন এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মন ও মগজকে বিজাতীয় ছোবল থেকে রক্ষা করুন।